[redacted]

[redacted] (2) [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] ‘[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এমন অবস্থায় শিশুটিকে পরিবারের লোকজন দ্রুত মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসক সুমাইয়া শারমিন মিম শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘আমাকে একজন সাংবাদিক বিষয়টি জানিয়েছেন, কিন্তু শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, এটি একটি দুর্ঘটনা।

কুষ্টিয়ায় কৃষকের মুখে তৃপ্তির হাসি : ধান চাষে লাগছেনা বাড়তি সেচ

সারাবছর ধানের জমিতে পানি সেচ পাওয়ায় কুষ্টিয়ার গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। এমনকি বোরো মৌসুমেও দিতে হয়নি বাড়তি পানি সেচ।

এর ফলে বেঁচে গেছে কৃষকদের সেচ খরচ। শুষ্ক মৌসুমেও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করেছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প। এদিকে তিন মৌসুমে পানি সেচ পাওয়ায় বেড়েছে ধানের আবাদ। আর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার ধানের বাম্পার ফলনের আশা কৃষি অধিদপ্তরের।

আর কম খরচে এবার বোরো ধান আবাদ করে খুশি কৃষকরা। কয়েক বছর আগেও আউস ও আমন ধানের ক্ষেতে নাম মাত্র পানি পাওয়া যেত জিকে সেচ খাল থেকে। আর বোরো ধান হতো সম্পূর্ণ কৃষকদের সেচ পাম্প দিয়ে। এতে ধান উৎপাদনে বাড়তি খরচ হতো কৃষকদের। কিন্তু এ বছর তিন মৌসুমেই পানি ছিল জিকে সেচ খালে। ফলে বেড়েছে বোরো ধানচাষির সংখ্যাও।

জিকে সেচ প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলার ১৩ উপজেলার প্রথমে ৪ লাখ ৮৮ হাজার একর জমি সেচের আওতায় এনে ১৯৬৯ সালে শুরু হয় জিকে সেচ প্রকল্পের কাজ।

পানির অভাবে প্রতিবছর কোটি-কোটি টাকা ব্যয়ে ইনটেক চ্যানেল ছাড়াও পদ্মার উজান মুখে ড্রেজিং করে সেচ প্রকল্পটি চালু রাখা হয়।

এদিকে ২০০৫ সালে স্থাপিত গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের তিন নম্বর পাম্পটি ২০১৭ সালের ১৯ এপ্রিল অকেজো হয়ে পড়ে। এরপর চার বছর দু’টি পাম্প দিয়েই চলে সেচ কাজ। যার ফলে কমতে থাকে এর আওতাধীন কৃষি জমি। পরে ২০২১ সালের নভেম্বরে অকেজো পাম্পটি সচল হয়। যার ফলে বোরো মৌসুমেও পর্যাপ্ত পানি পান কৃষকরা।

গত দুই বছর আগেও জিকে সেচ প্রকল্পের খালে পানি না থাকায় শুকিয়ে যেত বোরো ধানের জমি। কৃষকরা বাড়তি সেচ দিতে গিয়ে হিমশিম খেতেন। উৎপাদন খরচ বাড়তো দ্বিগুণ। কিন্তু এ বছর পাল্টে গেছে কুষ্টিয়ার জিকে সেচের আওতাধীন বোরো চাষিদের অবস্থা। পুরো মৌসুম জুড়ে জমিতে বাড়তি সেচ দিতে হয়নি। পর্যাপ্ত পানি পাওয়ায় মাঠজুড়ে সবুজের সমারোহ। বোরো ধান দেখে খুশি কৃষকরা।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের কচুবাড়ীয়া মাঠের ধান চাষি সাইদুল ইসলাম বলেন, ডিজেলের যে দাম, আর বোরো ধানে প্রায় প্রতিদিন পানি সেচ দিতে হতো। কিন্তু এবার সারা বছরই জিকে সেচের পানি পেয়েছি। এক লিটার তেলও কিনতে হয়নি। আর মাঠে ধানের চেহারা দেখলেই মন ভরে যাচ্ছে। এত সুন্দর ধান মাঠে হবে আশাই করতে পারিনি। তিনি আরও বলেন, এখন জমিতে সার ও বীজ আর নিড়ানি খরচ। পানি সেচ দিতে হয়নি। যার কারণে অর্ধেক খরচে এবার ধান হচ্ছে।

ফারুক আলী নামে আরেক চাষি বলেন, আমরা ঠিকমতো পানি সেচ পেতাম না বলে অনেকেই বোরো আবাদ কমিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার সারাবছর জিকে ক্যানেলের পানি পেয়েছি। এতে আমরা খুবই কম খরচে আবাদ করছি। আগামীতে ধানের আবাদ আরও বাড়বে।

ধান চাষি কামাল উদ্দিন জানান, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এবার বোরো ধানের অবস্থা বেশ ভালো। সারাবছর পানি সেচ পাওয়ায় আউস ও আমন ধানের ফলন ভালো হয়েছিল। আমরা আশা করছি, এবার বোরো ধানেও বাম্পার ফলন হবে। এমন ভালো বোরো ধান গত ১০ বছরেও এ অঞ্চলে হয়নি।

তিনি আরও বলেন, অনেক কৃষক আবার বোরো আবাদে ফিরে আসছেন। খরচ বেশি হতো বলে বোরো আবাদ কম হতো। কিন্তু এবার পানি সেচ লাগছে না, তাই আবার বাড়ছে ধানের আবাদ। এদিকে কৃষি বিভাগ বলছে, এ বছর কুষ্টিয়ায় বেড়েছে বোরো ধানের আবাদ। যা আগের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, কুষ্টিয়া জেলার ছয়টি

হচ্ছেন। সেই সঙ্গে প্রণোদনা ও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ধান চাষ বৃদ্ধিতে আমরা কাজ করছি।

কুষ্টিয়ায় রাইস মিলের কালো ধোঁয়া-বর্জ্যে বিপন্ন পরিবেশ

ঘরবাড়ি-গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কালো ছাই আর ধুলায়। এলাকার জলাধারগুলো পচা পানি আর তুষ-ভুসিতে জমাট বাঁধা নর্দমায় পরিণত হয়েছে। এতে করে অসহনীয় জনদুর্ভোগ তৈরি হয়েছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার বটতৈল-খাজানগর-পোড়াদহ এলাকায়।

সারাবছরই দূষিত বায়ু আর পানিতে বসবাস এখানকার বিশাল জনগোষ্ঠীর। ফসলের মাঠেও দূষিত পানির বিড়ম্বনা। ধান থেকে চাল প্রক্রিয়াজাত করা ও আটা উৎপাদন কাজে এই এলাকায় গত ৪৫ বছরে ধরে গড়ে উঠেছে প্রায় সাড়ে চারশো কলকারখানা।

এর মধ্যে বড় আকারের অটোমেটিক রাইস মিলই আছে ৫৫টি। যার অধিকাংশই মানছে না পরিবেশ সংরক্ষণ ও শ্রমিক নিরাপত্তার মতো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। ভারী এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের একটিরও নেই বর্জ্য শোধনাগার।

মিলের দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত পানি পাইপের মাধ্যমে সরাসরি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের খালে। যা চলে যাচ্ছে কৃষি জমিতে, এমনকী মাছ চাষের পুকুর-জলাশয়েও।

ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, মরে ভেসে উঠছে মাছ। দূষিত পানির সঙ্গে ধানের কুড়া ও ছাই থাকায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে খালগুলো।

আবার কোনো কোনো রাইস মিল দখলে নিয়েছে খালের জায়গা। দূরের রাইস মিলও পাইপ লাইনে বর্জ্যের সংযোগ রেখেছে খালের সঙ্গে।

খাজানগর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা দেলোয়ার বলেন, এলাকার কোনো পুকুরেই মাছ বাঁচে না। কয়দিন পরপরই মাছ মরে ভেসে ওঠে। কৃষি কাজে শ্রমিক পাওয়া যায় না। জমিতে দূষিত পানি থাকায় ভয়ে হাত দিতে চান

[redacted]

[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

এ বিষয়ে বাংলাদেশ অটোরাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মো. ওমর ফারুক বলেন, মানুষের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ আমরা করতে চাই না।

তিনি বলেন, সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হলে প্লান্ট বা শোধনাগার নির্মাণ সহজ হবে। আর এটি নির্মাণ হলে এ অঞ্চলের মানুষ মারাত্মক পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

চুয়াডাঙ্গায় আলমসাধু উল্টে প্রাণ গেল চালকের

চুয়াডাঙ্গায় শ্যালো ইঞ্জিন চালিত বাহন আলমসাধু উল্টে চালক নাজমুল হক (৩৫) নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অপর এক যাত্রী। শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে সদর উপজেলার জাফরপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত চালক নাজমু আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গা গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। আহত হয়েছেন একই গ্রামের ভুট্টা ব্যবসায়ী রিপন আলী। তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, ডিঙ্গেদহ এলাকায় ভুট্টা বিক্রি করে আলমসাধুযোগে বাড়ি ফিরছিলেন রিপন। আলমসাধুটি জাফরপুর মোড়ে পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে আলমসাধুর নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন চালক নাজমুল হক।

গুরুতর আহত হন ব্যবসায়ী রিপন। তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক খালিদ হাসান জানান, আহত রিপনের বাম হাত ভেঙে গেছে।

এ প্রসঙ্গে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহসীন জানান, ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজনরে বললে তারা বলে আগে টাকা তুলে দেন, তারপর তার ঠিক করবো, তার আগে নয়।

এব্যাপারে ঝিনাইদহ পল্লী বিদুৎতের জি এম মোঃ ইছাহাক আলী বলেন, আমি মোবাইলে কোন সাক্ষাৎকার দিইনা আপনি অফিসে আসেন, বলে ফোন রেখে দেন।

ঝিনাইদহে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংকুর নাট্য একাডেমী প্রথম

ঝিনাইদহে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে অংকুর নাট্য একাডেমী।

গত বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহরের উজির আলী স্কুল থেকে মঙ্গলশোভাযাত্রা বের করা হয়।

শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাজ সজ্জায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে অংকুর নাট্য একাডেমী।

সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস বলেন, অংকুর নাট্য একাডেমী বরাবরই আলাদা সাজসজ্জার মাধ্যমে বর্ষবরণ করে আসছে। এবারও ছিল ব্যতিক্রমী আয়োজন।

শোভাযাত্রা শেষে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াসের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

কোটচাঁদপুরে আধিপত্য বিস্তার ও টোল আদায়কে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত-২

কোটচাঁদপুর পৌর শহর এলাকায় আ.লীগের সহযোগী সংগঠনের আধিপত্য বিস্তার ও পৌরসভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জীবন হোসেন (১৯) ও আক্তার হোসেন (২০) নামে দুইজন নিহত হয়েছে।

এঘটনায় সাব্বির হোসেন ও সোহাগ নামে দুইজন গুরতর আহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে শহরের থানা সড়কের চৌগাছা বাসষ্টান্ড সংলগ্ন ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও এতিম খানার সামনে দু’পক্ষের এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

হামলার ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ইমন হোসেন ডন ও আব্বাস আলী নামে দুইজন কে গ্রেফতার করেছে। এঘটনায় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আ.লীগের সহযোগী সংগঠনের দু’পক্ষের আধিপত্য বিস্তার ও পৌর সভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল।

আগে যারা টোল আদায় করতেন, এবার তাদের টোল আদায় করার কথা ছিল না। কিন্তু বুধবার রাতে মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম পূর্বে যারা ছিল তাদেরকেই টোল আদায়ের ইজারা দেন। এনিয়ে রাত থেকেই ওই এলাকায় উত্তেজনা চলছিল।

বৃহস্পতিবার সকালে টোল আদায় করতে উভয়পক্ষ চৌগাছা বাসষ্টান্ড এলাকায় জড়ো হয়। এসময় অভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। এক পর্যায়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়।

এতে সলেমানপুর মালাকার পাড়ার দাউদ হোসেনের ছেলে সোহাগ, একই এলাকার নজির মালিতার ছেলে সাব্বির হোসেন, আখ সেন্টার পাড়ার ফিরোজ হোসেনের ছেলে জীবন ও এলাঙ্গী গ্রামের বাবু তালেবের ছেলে আক্তার হোসেন গুরতর আহত হয়।

স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ইশরাত জেরিন আহত জীবনকে মৃত ঘোষণা

করেন। বাকীদের কে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে পথিমধ্যে আক্তার হোসেন নামে আরো একজন মারা যায়।

এঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সলেমানপুর উত্তর পাড়ার ইকবাল হোসেনের ছেলে ইমন হোসেন ডন ও সলেমানপুর কারিগর পাড়ার আব্বাস হোসেনকে গ্রেফতার করেছে।

কোটচাঁদপুর থানার ওসি মঈন উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পৌর সভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ২ জন নিহত ও ২জন আহত হয়েছে।

কুড়ালগাছিতে গাছের ডাল পড়ে গৃহবধুর মর্মান্তিক মৃত্যু

বাংলা বছরের ১ম দিনেই কাল বৈশাখীর ঝড়ে লিচু গাছের ডাল ভেঙ্গে টিনের উপর পড়ে মোমেনা বেগম (৫০) নামের এক গৃহবধুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটছে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার কুড়ালগাছি গ্রামে। মোমেনা বেগম দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ালগাছি গ্রামের স্কুল পাড়ার আমিনুল ইসলামের স্ত্রী।

জানা গেছে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর কাল বৈশাখীর তান্ডব শুরু হয়। ঝড়ের সময় আমিনুল ও তার স্ত্রী মোমেনা বেগম ঘরে অবস্থান করছিলো।

এ সময় ঘরের পাশে থাকা একটি লিচু গাছের ডাল ভেঙ্গে টিনের উপর পড়লে ঘটনাস্থলেই মারা যান মোমেনা বেগম আহত হয় তার স্বামী আমিনুল। মোমেনার মৃত্যতে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]